FOR GE STUDENT ONIY [4TH SEM]

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 02

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE GE-4

CLASS - B.A. HONOURS 4TH SEMESTER

GENERIC ELECTIVE (GE-04)

NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – Assessment of the United Nations

PAPER - GE-4: United Nations and Global Conflicts

GE4T: United Nations and Global Conflicts

UNIT- III. Assessment of the United Nations as an International Organisation: Imperatives of Reforms and the Process of Reforms

Assessment of the United Nations(1st part)

Source

B. Shiva Rao - ''The Birth of the UN - Some Recollections.

L. L. Leonard - Inteanational Orgaizition.

R. Chakrab orti - 'International Relations'

UNO : A Study in Essential

Introduction

Scanned with CamScanner

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার পটভূমিকায় যেমন জাতিসংঘের উদ্ভব হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নিয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ১৯৪১ সালে ৬ই জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ঘোষনার মাধ্যমেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। তাঁর ভাষণে যে চার প্রকার স্বাধীনতার কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন তা সর্বজনীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল—

১। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

২। নিজস্ব পদ্ধতিতে ঈশ্বরের উপাসনার স্বাধীনতা

৩। অভাব থেকে মুক্তির স্বাধীনতা এবং

৪। ভীতি থেকে মুক্তির স্বাধীনতা

এই ধারণাসমূহের উপর ভিত্তি করেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত ছিল। কিন্তু যদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইওরোপের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। ১৯৪১ সালের ১২ই জুন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র সা(রিত হয়েছিল। এই সময় বহু দেশই পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতাকেই বিশ্ব শান্তির(ার প্রাথমিক শর্ত বলে মনে করেছিল। বস্তুত, মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা র(ার জন্য যুদ্ধের ভীতিমুক্ত এক পৃথিবী তখন আবশ্যিক ছিল। ১৯৪১ সালের ৯ই আগস্ট, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট একটি যৌথ ঘোষণাপত্র প্রস্তুতের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে দুই দেশের নেতা ১৯৪১ সালের ১২ই আগস্ট আটলান্টিক চার্টার সা(র করেছিলেন।

আটলান্টিক চার্টারে সা(রের কয়েক মাসের মধ্যেই জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগাদানে বাধ্য হয়েছিল। ''United Nations'' নামটি ছিল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের উদ্ভাবন। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারি ওয়াশিংটনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রটিতে সা(র করেছিল মোট ছাব্বিশটি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ।

Scanned with CamScanner

জাতিপুঞ্জের শান্তির(া সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের হাতে। পরিষদ প্রথমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিরোধ মীমাংসার প্রয়াস চালায়। বিবদমান দেশগুলি পরিষদের সুপারিশ মেনে চলতে অস্বীকার করলে সদস্য দেশগুলির সহযোগিতায় বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

জাতিপুঞ্জের উদ্ভবের পর থেকে মাত্র দুটি (েত্রে ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। দুটি (েত্রেই পরিচিত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমষ্টিগতভাবে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই দুটি অভিযানকে শান্তির(ার পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ শান্তির(া বাহিনীর উপস্থিতি বিবদমান দেশগুলির সমর্থনের ওপরে নির্ভর করে এবং আত্মর(ার প্রয়োজন ছাড়া এই বাহিনী বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয় না। এই বাহিনী মহাসচিবের নির্দেশাধীনে থাকে।

জাতিপুঞ্জের সনদে শান্তির(ার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি। ১৯৫৫ সালের সুয়েজ সংকটের পর থেকেই শান্তির(া বাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে এটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শান্তির(া বাহিনীর বিশেষ বিশেষ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। যেমন—মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির(া, কঙ্গোয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অভিযান, সাইপ্রাসে জাতিপুঞ্জের শান্তির(া অভিযান, নামিবিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা, কাম্বোডিয়ায় জাতিপুঞ্জের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

Scanned with CamScanner

পর্যবে(ক গোষ্ঠী প্রেরণ, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ভারতের কা(্মীর অঞ্চলে হানা চালায়। যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি স্থাপনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের উদ্যোগে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয় ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে। ওই দিনে উভয় দেশের সামরিক বাহিনীর অবস্থান অনুযায়ী 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা' নির্ধারিত হয়। এই যুদ্ধ বিরতি রেখা র(া করার উদ্দেশ্যে সং(ি-ষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত ক্রমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক পর্যবে(ক গোষ্ঠী গঠন করা হয়। (দ্রাকৃতির দুর্বল বাহিনীটি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

১৯৫৬ সালে সুয়েজ অঞ্চলের তদারকির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জরুরি বাহিনী মোতায়েন করে। এই বাহিনীর নাম হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম জরুরি বাহিনী ঃ UNEF-1। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বাহিনী আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে। সাইপ্রাসের জন্য জাতিপুঞ্জের শান্তি-র(ীবাহিনী পাঠিয়েছিল ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে। ১৯৭৮ সালে লেবাননের জন্য অন্তবর্তীকালীন জাতিপুঞ্জের বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর নাম হল 'UNIFIL'। এই বাহিনীর ওপর যে সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হয় সেগুলি হল ঃ অধিকৃত দ(িণ লেবানন থেকে ইজরায়েল বাহিনী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা, সং(ি-ষ্ট অঞ্চলে শান্তির পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঐ অঞ্চলে লেবানন সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। ঐ বাহিনী সং(ি-ষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের বহু ও বিভিন্ন মানবিক সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছে।

আরব ও ইজরায়েলের মধ্যে সৈন্য অপসারণের একটি সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। এই সীমারেখা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি বাহিনী গঠন করে। বাহিনীটির নাম হল UNEF-2। ১৯৭৩ সালে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এবং ১৯৭৯ সালে এই বাহিনীর কার্যকাল শেষ হয়। সিরিয়া ও ইজরায়েলের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি পরিদর্শক বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনীর নাম হল 'United Nations Disengagement Observer Force''। এই পরিদর্শক বাহিনী গঠিত হয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে। সিরিয়ার দামাস্কাসে এই বাহিনীর সদর দপ্তর বর্তমান। বিবদমান দুটি দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় ছাড়াও এই বাহিনী বহু ও বিভিন্ন মানবিক দায়দায়িত্ব পালন করেছে।

১৯৯০-৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ বি(্বাসীকে তৃতীয় বি(্বযুদ্ধের আশঙ্কায় আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এই যুদ্ধের পর বিবদমান কুয়েত ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি বিস্তীর্ণ অসামরিক অঞ্চল তদারকির উদ্দেশ্যে একটি পর্যবে(ণ মিশন গঠনের প্রস্তাব মিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। মিশন গঠিত হয় ১৯৯১ সালের ৯ই এপ্রিল এই পর্যবে(কের মিশনের নাম 'UNI KOM'।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের গোড়াতেই যুগো(-াভিয়া সাধারণ তন্ত্রে ভাঙন দেখা দেয়। স্লোভেনিয়া, বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, হারজেগোভিনা ম্যাসিডোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুগো(-াভিয়ার পূর্বতন অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রীগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে। বিচ্ছিন্ন পূর্বতন অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ধর্মীয় উন্মাদনা তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে এই সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে মহাসচিব একটি র(ীবাহিনী গঠন করার প্রস্তাব করেন। এই বাহিনীর নাম হল UNPROFOR।

অনুরূপভাবে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ক্রমে ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে গঠিত হয় পশ্চিম সাহারায় গণভোটের উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জের মিশন। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে গঠিত হয় সোমালিয়া জাতিপুঞ্জের সামরিক

Scanned with CamScanner

মিশন, ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় সোমালিয়া জাতিপুঞ্জের সাহায্যকারী মিশন প্রভৃতি।

তবে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ বিশেষ কার্যকারী ভূমিকা নিতে পারেনি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার পরিবর্তে কহল-বিবাদ দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, রেষারেষি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে তিক্ত করে তুলেছে।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। প্যালেস্টাইন সমস্যা, লেবানন সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা প্রভৃতির সমাধানের ক্ষেত্রে পরিষদ সফল হতে পারেনি। বস্তুত যে সকল সমস্যার সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের পঞ্চ-প্রধানের একজন কোনো না কোনো ভাবে জড়িত সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। ইজরায়েল ১৯৬৭ সালে আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের পক্ষ ওকালতি শুরু করে। এই অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদ কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

অনুরূপভাবে ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লওেস প্রভৃতি ইন্দোচীনের (দ্রাকৃতির রাষ্ট্রগুলি ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎপরতা শুরু করে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। একইভাবে লেবাননের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ, কঙ্গোর ওপর বেলজিয়ামের আক্রমণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু জাতিপুঞ্জ স্বস্তিতে নেই। বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ সভার ভূমিকাও হতাশার সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের ভূমিকার ব্যর্থতাও উল্লেখ্য। মহাসচিব ট্রিগ ভী লী-র ভূমিকার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। আফ্রিকার অবিসংবাদিত জননেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এ ব্যাপারে পরোক্ষে দায়িত্ব মহাসচিব দ্যাগ হ্যামার শীল্ড এর চাপানো হয়। মহাসচিব উথাট মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা বা ইন্দোচীন সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম ও বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যাদির সমাধানের ক্ষেত্রে অভিপ্রেত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

সুতরাং জাতিপুঞ্জের সাফল্যের সাথে এর অসাফল্যের নজিরও অসংখ্য। অনেকের মতানুসারে জাতিসংঘের পতনের পর জাতিপুঞ্জ গঠনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ধ্যানধারণা ও উদ্দেশ্যগত বিচারে জাতিপুঞ্জ জাতিসংঘের ছায়ায় পরিণত হয়েছে।

Scanned with CamScanner